Regd No. C. 853

'সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয়ঃ
জ্বলে-পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।'

—সুকান্ত

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

'আবার আসিব আমি বাংলায়
নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার
এ সবুজ করুণ ডাঙায়;'

—জীবনানন্দ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৩ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৮ ইং 29th Dec. 1971 | ২৯শ সংখ্যা

"আমরা সবাই প্রস্তুত আজ, ভীরু পলাতক
লুপ্ত অধুনা এদেশে তোমার গুপ্তঘাতক,
হাজার জীবন বিকসিত এক রক্ত-ফুলে,
পথে-প্রান্তরে নতুন স্বপ্ন উঠেছে দুলে।"

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে এবং ন্যায় ও সত্যের জন্য ত্যাগ-ব্রতী ও সংগ্রামী বাংলাদেশের মানুষকে সান্তর অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে এই ক্ষুদ্র পত্রিকা ২৫শে ফাল্গুন, ১৭ই চৈত্র, ২৪শে চৈত্র, ৩১শে চৈত্র, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১লা আষাঢ়, ২৬শে আশ্বিন, ৯ই কার্ত্তিক, ২১শে অগ্রহায়ণ, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ৬ই পৌষ, ও ১৩ই পৌষ তারিখের সংখ্যাগুলিতে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। এপার বাংলা-ওপার বাংলার মৈত্রী-সেতু চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় হোক।

জয় বাংলা!

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ নিয়তির ডাকে—২ ॥

বঙ্গবন্ধু মুজিবর এখন নয়া পাক জমানার নূতন খেয়ালের খেলার বস্তু হইয়াছেন—এ কথা পাকিস্তানের নয়া প্রেসিডেন্ট যদি মনে করিয়া থাকেন, তবে আপন হাতে তিনি নিজের সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। এই বঙ্গবন্ধুকে গত পঁচিশে মার্চ ইয়াহিয়া খাঁ-র দল গ্রেপ্তার করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করেন এবং ইসলামী ভাইদের তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ জানাইলেন যে, বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রদ্রোহী। তিনি এবং তাহার অনুগামী সকলেই পাকিস্তানের শত্রু। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তি-আন্দোলন তথা সংগ্রাম বন্ধ হইল না, বরং আরও তীব্র আকারে মুক্তিবাহিনী দখলদার সৈন্যদের বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। একে একে বাণ নিক্ষেপ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ; সংগ্রামও তেমনি তীব্রতা ধারণ করিল। গোপনে পাক সামরিক আদালতে শেখ মুজিবরের বিচার হইবে ঘোষিত হইল; গত ৪ঠা আগষ্ট জানান হইল—মুজিবরের সঙ্গে কোন আলোচনা চলে না, কেন না তিনি দেশদ্রোহী। এগারই আগষ্ট হইতে সামরিক আদালতে বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরু হয় গোপনে। বিশ্ববাসী সে বিচারের তথ্যাদি জানিতে পায় নাই। সেই বিচার গত ১৮ই ডিসেম্বর শেষ হইয়াছে ঢাকার পতনের পর। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিল; স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত হইল। একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল রক্তের মূল্যে যে রাষ্ট্রের জাগরণের নায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। এই বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুরের পাক কারাগারে কাটাইতে হইয়াছে ২৫শে মার্চ্চ হইতে।

ইহার মধ্যে বিরাট পটপরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ভারতকে যুদ্ধে নামাইয়া পাকিস্তান তাহার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছে। পাকিস্তান মার খাইয়াছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এবং তাঁহার কুকীর্ত্তির মদতদাতারা বিদায় হইয়াছেন। ধুঁকিত পাকিস্তানের নূতন প্রেসিডেন্ট হইলেন আজন্ম ভারতবিদ্বেষী জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো। ভুট্টো সাহেব মসনদ পাইয়া নূতন উদ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু তৎপূর্বে বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁহার কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। তিনি বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিয়াছেন কারাগার হইতে, কিন্তু গৃহবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। ভুট্টো সাহেব এই বঙ্গবন্ধুকে লইয়া যে চাল শুরু করিতে চাহিতেছেন তাহার দ্বারা একদা পূর্ব-পাকিস্তান আখ্যাত স্থানের সাম্প্রতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথের নিশানা মিলিবে। শেখ মুজিবর ভুট্টোর হাতে এখন কি পাশার পণ হইবেন? ভুট্টোর ভাবগতিক দেখিয়া তাহাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ শেখ মুজিবরের মুক্তি তখনই মিলিতে পারে যখন বাংলাদেশে পূর্বের মত পাক আধিপত্য বজায় থাকিবে। আর বাংলাদেশকে রাখিতে হইলে মুজিবরকে পাওয়া যাইবে না।

মরিবার সময় নানারূপ অসংলগ্ন আচরণ করা হয়। ইহাকে সাদামাটা কথায় নাকি 'ভীমরতি' বলে। ভুট্টো সাহেবের ভীমরতি ধরিয়াছে। কারণ তিনি বোধ হয় এখনও বুঝিয়াও বুঝেন নাই বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নসাধ কি? কী বিরাট জাগরণ এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের! যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী মুক্তিসৈনিকের রক্তে রাঙ্গা বাংলার মাটি, সেই দেশ হইতেই ছুটিবে বাঙ্গালী সৈনিকের দল তাহাদের জনগণমন অধিনায়ককে আনিতে; পিণ্ডিশাহী, ভুট্টোশাহী, চক্রীশাহী এ ধাক্কা সামলাইতে পারিবে কি? জনাব ভুট্টো এই সর্বনাশা খেলায় নামিতে চান, আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কথা তাহার মনে রাখা দরকার। বাংলাদেশ হইতে পাকিস্তানী হুকুমৎ ফৌত হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁই নন, তাঁহার পূর্বসুরীরাও। ইয়াহিয়া খাঁ কার্য সমাধা করিয়াছেন মাত্র। তেমনি আজ ভুট্টো সাহেব যে নীতি লইয়া চলিতেছেন, যে কুটিল কূটনৈতিক আবর্তের সৃষ্টি করিতে যাইতেছেন, অচির কালের মধ্যে এমন সময় আসিবে যখন অধুনা চিহ্নিত পাকিস্তান অংশটুকুও অবলুপ্তির পথে নামিবে এবং সে অবস্থার জন্য দায়ী আর কেহ হইবেন না, দায়ী হইবেন ভারত-বিদ্বেষী নয়া পাকত্রাতা জনাব জুলফিকার আলি ভুট্টো। এ কাজ বাংলাদেশের বাঙ্গালী মুক্তিবাহিনীই সম্পন্ন করিবেন। কাজেই শেখ মুজিবরকে লইয়া খেয়ালের খেলা শুরু করিলে বাঙ্গালী কোনদিন তাহা বরদাস্ত করিবে না যেমন বরদাস্ত করে নাই সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলাকে। অপ্রতিরোধ্য সেই নিয়তি এখন জনাব সাহেবের জন্য হয়ত অপেক্ষা করিতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ ভারতের কথা আসিয়া যায়। ভুট্টো সাহেব ত সোচ্চার হইয়া আছেন যে, ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে ভারত আক্রমণকারী। রাষ্ট্রপুঞ্জে যে দরবার তিনি করিতে গিয়াছিলেন, তাহা 'হাঁসের গান' এ পরিণত হইয়াছে। সাহেব এবারে মস্কো-পিকিং সফর করিয়া নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশ—এই উভয়কে জব্দ (?) করিবার ফিকির বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সাহেবের সে গুড়ে বালি। ভারত পাকিস্তানে আগ্রাসী ভূমিকা লয় নাই, পৃথিবীর সব দেশই তাহা জানে। পাকিস্তানের জন্য যাহাদের অশ্রু ঝরিতেছে, তাহাদের কথা ধরি না; অবশ্য তাহারা প্রকৃত ঘটনা সবই জানে। এমত অবস্থায় ভারতকে এক হাত দেখিবার নীতি ভুট্টো সাহেব ছাড়ুন। তাহাতে তাঁহার এবং তাঁহার দেশের মঙ্গল। কিন্তু যে অগ্নিশিখা লইয়া এই নয়া প্রেসিডেন্ট পতঙ্গ লাস্যলীলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা নিয়তির ডাক ছাড়া আর কি?

সরকার অনুমোদিত মালডোবা পি, কে হাই স্কুলে (পোঃ দিয়াড় রাণীনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ) এর জন্য একজন অভিজ্ঞ এম-এ, বিটি প্রধান শিক্ষক চাই। ১৫।১।৭২ মধ্যে সম্পাদক বরাবর আবেদন করুন।

ঘটনা—দুর্ঘটনা

গত ২৩শে ডিসেম্বর গভীর রাত্রে সাগরদীঘি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি মালগাড়ী থেকে প্রায় দেড়শ মণ কয়লা নামানোর অভিযোগে সাগরদীঘি পুলিশ হোম গার্ডদের সহায়তায় তিনজনকে আটক করে। এই তিনজন কুখ্যাত ওয়াগন ব্রেকারদের মধ্যে দুজনের নাম—আকালী এবং হারু, একজনের নাম জানতে পারা যায় নি। হারু রেলের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তাকে কয়েক বৎসর আগে একবার একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে যে তিনজনকেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

অবহেলিত এই ব্র্যাঞ্চ লাইনে এই সকল কুখ্যাত ওয়াগন ব্রেকারদের দল রামরাজত্ব কায়েম করেছে। আর এদেরকে সাহায্য করছেন ড্রাইভার গার্ডসহ বিভিন্ন শ্রেণীর রেলের কর্মচারীরা।

* * *

গত ২৪শে ডিসেম্বর সকালের দিকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর সাগরদীঘি থানার অনুপপুর গ্রামের ৫।৬ বছরের একটি ছেলেকে একটি মাল বোঝাই ট্রাক দলিয়ে মাড়িয়ে চলে যায়। ছেলেটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। ছেলেটির বাবা পাউলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নাম রিয়াজুদ্দিন সেখ। বেগতিক দেখে ট্রাকচালক ট্রাকটি ফেলে অন্য ট্রাকে চেপে পালিয়ে যায়। ট্রাকটির নং ডব্লিউ, বি, এল ৯১১৮। ট্রাকটি রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে আসে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার দ্বীপচর গ্রামের পূর্ণ সরকারের বাড়ীতে ২৫।৩০ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত পাইপ গান, বোমা প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হানা দেয়। ডাকাতেরা গৃহস্বামী ও বাড়ীর লোকেদের ভয় দেখিয়ে যখন নগদে ও অলঙ্কারে হাজার তিরিশেক টাকার জিনিসপত্র নিয়ে পালাচ্ছিল ঠিক সেই সময় গ্রামবাসিগণ অসীম সাহসের সঙ্গে ডাকাতদের বাধা দেয় ও দু'জনকে ধরে ফেলে। তাদের নাম তিনকড়ি ও এক্রামুল। জখম অবস্থায় তাহাদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে আনা হয় এবং সেখানে তাদের মৃত্যু হয়। পুলিশ অন্যান্য দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান পায় নি।

* * *

গত ১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিতে সুতী থানার গাম্ভীরা গ্রামের ভক্তিভূষণ মণ্ডলের বাড়ী ১৫।২০ জনের একদল ডাকাত বোমা, কুড়োল প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে। দুর্বৃত্তেরা গৃহস্বামীকে মারধোর ক'রে নগদ ও অলঙ্কারে হাজার তিনেক টাকার জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। এ ব্যাপারে কেউ গ্রেপ্তার হয় নি।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বস্ত্রাদি বিতরণ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে জঙ্গিপুর মহকুমার দুঃস্থ বন্যার্ত্তদের মধ্যে ধুতি, শাড়ী, কম্বল জামা, প্যাণ্ট বিতরণ করা হইয়াছে।

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের প্রচেষ্টায় অরঙ্গাবাদ মিলন মন্দির হইতে সুতী ব্লকে ১৫০০ জনকে ধুতি, শাড়ী ও কম্বল এবং দুইশত শিশুকে জামা, প্যাণ্ট দেওয়া হয়।

ধুলিয়ান ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল ও মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ছয়শত জনকে এবং ফারাক্কা ব্লকের দুইশত জনকে শীতবস্ত্র-প্রদান করা হয়। গত ২৪শে ডিসেম্বর ফারাক্কা প্রজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীডি, কে, মুখার্জ্জী বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর জঙ্গিপুর পৌর সভার পৌরপতি ডাঃ শ্রীগৌরীপতি চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে তিনশত পঞ্চাশ জন দুঃস্থ বন্যার্ত্তকে ধুতি, শাড়ী, কম্বল প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরসভার কমিশনার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আহত এবং বীর সৈনিকদের জন্য রক্ত দান করুন

স্থান—পুরাতন হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার রক্ত গ্রহণ করা হবে।

সময়—সকাল ১১টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত।

প্রতিদিন ১০ জন দাতার দান ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।

ভীড় এড়াবার জন্য পূর্বে রক্ত দানের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করতে পারেন।

মনে রাখিবেন—আপনার দেওয়া রক্তে হয়ত একজন আহত সৈনিকের অমূল্য জীবন রক্ষা করবে।

জেলা তথ্য এবং জনসংযোগ অফিস বহরমপুর হইতে নিবেদিত।

বাসী দৈনিক সংবাদপত্র সরবরাহ আর কতদিন চলবে ?

আজ বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের এখানকার দৈনিক সংবাদপত্র-সরবরাহকারক দৈনিক পত্রিকাগুলি পরদিন সকালে ও কোথাও কোথাও বেশ বেলায় সরবরাহ করছেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে একটা কথাই তাঁরা বলেন—ট্রেণ ঠিক সময়ে না আসার জন্য এই রকম অবস্থা। কিন্তু পাইকর, মুরারই প্রভৃতি মফস্বলের পাঠকেরা দৈনিক কাগজ বেলা ৩/৪ টার মধ্যে পড়তে পান। বহরমপুর শহরে ১২৷৷০/১টার মধ্যে কাগজ আসে। কিন্তু আমাদের এখানে এক কথা ট্রেণ লেট্। তাঁরা একটু চেষ্টা করে বহরমপুর কিংবা মুরারই লাইনে কাগজ আনার ব্যবস্থা করলে আমরা পূর্ব্বের মত দৈনিক কাগজ নিয়মিত পড়তে পারি। আমাদের দপ্তরে তাঁদের হকারদের সম্বন্ধে আরও অভিযোগ এসেছে—তাঁরা নাকি নিয়মিত দেশ, অমৃত, যুগবাণী প্রভৃতি পত্রিকার পাঠককে পত্রিকা না দিয়ে দামের সময় ঠিক হিসাব করে দাম আদায় করার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া রবিবারের দৈনিক কাগজ অনেক নিয়মিত পাঠকের হাতে এসে পৌছায় না। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা যাতে সুষ্টুভাবে সরবরাহ হয় তার জন্য সরবরাহকারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুর্শিদাবাদ জেলা কালেক্টরেট ক্লাবের উদ্যোগে সারা বাংলা একাংক নাট্য প্রতিযোগিতার দিন পরিবর্ত্তন

গত ২৫শে ডিসেম্বর '৭১ তারিখে ২য় বর্ষ সারা বাংলা একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা আরম্ভের কথা ছিল। কিন্তু কারণবশতঃ উহা আগামী ২১শে জানুয়ারী '৭২ তারিখ হ'তে কলেজ অফ টেক্সটাইল টেকনোলজী হল বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্চাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

বড়দিনের অভিনন্দন

গত ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে স্থানীয় 'হিপ্পি কর্ণার' এর পক্ষ হ তে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়।. এই সংস্থার উক্ত প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা,
প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

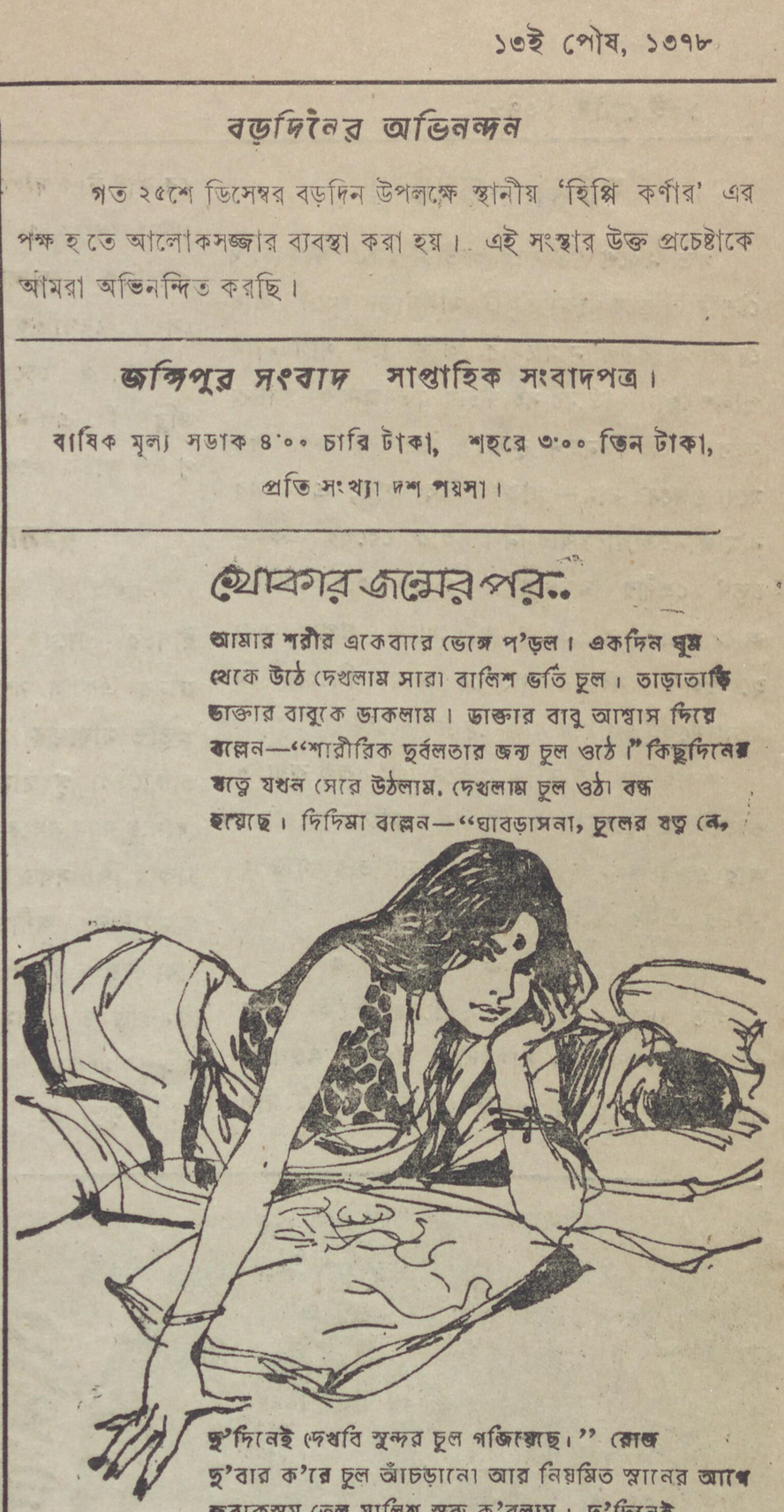

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।